হে মহাজীবন

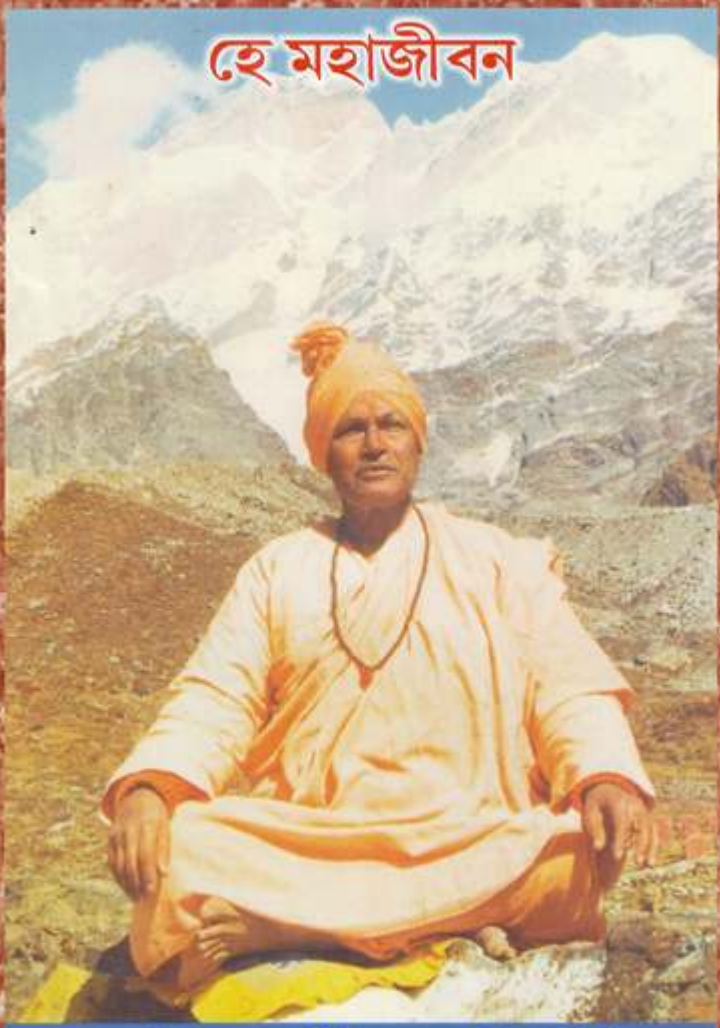

Srimat Swami Abhayanandaji Maharaj

Acting President

Bharat Sevashram Sangha

কর্মবীর শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজের স্মরণ-সভায় আমার অন্তরের বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি—

স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে — ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের—"রাজসাহী স্টুডেন্টস্ হোমে" — পড়াশোনার জন্য যোগদান করেন; তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল — 'নারায়ণ'। ১৯৪৫ সালে রাজসাহী শহরের হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং রাজসাহী গভর্ণমেন্ট কলেজে Intermediate Arts বিভাগে ভর্তি হন।

স্টুডেন্টস হোমের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দজী মহারাজ বেশ কিছু দিন T.B. রোগে ভুগছিলেন। পুনরায় সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ায় — হেড্ অফিসের নির্দেশে তাঁকে নিয়ে স্বামী বুদ্ধানন্দজী (পরেশ) এবং স্বামী অভয়ানন্দজী (নারায়ণ) ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরের ১ম সপ্তাহে সঙ্ঘের এলাহাবাদ সেবাশ্রমে যান — স্বামীজীর সেবা পরিচর্যার জন্য। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ স্বামীজী ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি প্রয়াগ-ধামে আশ্রমেই দেহরক্ষা করেন।

উল্লেখ থাকে যে, হেড্ অফিস থেকে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বড় স্বামীজী মহারাজ ঐদিনই সকালবেলা এলাহাবাদ আশ্রমে পৌঁছান।

পরের দিন শ্রীমৎ বড় স্বামীজী পরেশ এবং নারায়ণকে নিয়ে সঙ্ঘের বারাণসী (কাশী) আশ্রমে যান এবং ওখানকার অধ্যক্ষ—শ্রীমৎ স্বামী মুক্তানন্দজী মহারাজের উদ্যোগে যজ্ঞানুষ্ঠান ও গুরু মহারাজের বিশেষ পূজারতি করিয়ে বৃন্দাবন আশ্রম হয়ে উভয়কে নিয়ে কলিকাতায় ফিরে আসেন।

১৯৪৬ সালে সঙ্ঘের সিদ্ধপীঠ—বাজিতপুর ধামে শ্রীশ্রীমাঘীপূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে — সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ (শ্রীমৎ বড় স্বামীজী) দু-জনকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য সংস্কার এবং ১৯৫২ সালে বালীগঞ্জ সিদ্ধপীঠে সন্ন্যাস সংস্কার প্রদান করেন।

ব্রঃ নারায়ণ মহারাজ ১৯৪৬ সালে নোয়াখালি জেলার দাঙ্গাবিধ্বস্ত উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবাকাজ নিয়ে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬২ সালে শিয়ালদহ এবং মানা ক্যাম্পে দীর্ঘদিন উদ্বাস্তু সেবাতেও তিনি নিয়োজিত ছিলেন।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে — বন্যা, ভূমিকম্প, প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও দৈব দুর্যোগ-অধ্যুষিত এলাকায় দুর্গতদের সেবাকার্যে — তিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন। হরিদ্বার, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গৌরীকুণ্ড, উখীমঠ সহ বিভিন্ন দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে — যাত্রীনিবাস নির্মাণ — তাঁর উল্লেখযাগ্য অবদান।

১৯৪৫ সালে আমিও (স্বামী মাধবানন্দ) রাজসাহী স্টুডেন্টস্ হোমে থেকে রাজসাহী কলেজে Intermediate Science নিয়ে ভর্তি হই এবং ১৯৪৭ সালে Final পরীক্ষা দিয়েই সঙ্ঘের হেড অফিসে যোগদান করি। সে-কারণে তখন থেকেই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং আন্তরিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে।

বাজিতপুর-সিদ্ধপীঠের জীর্ণ আটচালাটি ভেঙে পাকা দোতলা HALL-ঘর নির্মাণ তিনিই করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল উক্ত 'হলের' উপরে International Guest House তৈরি করার। কিন্তু তা আর তিনি করে যেতে পারলেন না। তাঁর এই অসমাপ্ত কাজটি সম্পূর্ণ করার অবশ্যই বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। সঙ্ঘ-কর্তৃপক্ষ এবং সঙ্ঘানুরাগী ভক্তবৃন্দ — এ ব্যাপারে অগ্রণী হলে বিশেষ বাধিত হবো।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের রাতুল শ্রীচরণে চিরবিলীন পূজ্য শ্রীমৎ অভয়ানন্দ স্বামীজীর শ্রীচরণে আমার বিনম্র ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করি।

স্বামী মাধবানন্দ, সহ-সভাপতি
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
১০/০৩/১২

Swami Abhayanandaji Maharaj during inauguration of B.S.S. Hospital Joka with Smt. Mamata Banerjee, Chief Minister, W.B. & Mayor of Kolkata in February, 2012

Swamiji with Mr. J. Vengal Rao, Chief Minister of A.P. inaugurating Sangha's Cyclone Relief Camp at Bhavadevapalli in 1977

Swamiji with Sri Somnath Chatterjee, Speaker of Loksabha inaugurating Blood Donation Camp.

Swamiji with Pt. Jawaharlal Nehru during Anjar earthquak5. e Relief in 1956.

কর্মবীর স্বামীজী চলে গেলেন

ভারতবর্ষের দেবভূমি-স্বর্গভূমি উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার, গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ — যিনি 'হরিদ্বারের স্বামীজী' নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন, শ্রীমৎ বড় স্বামীজীর দেওয়া 'অভয়ানন্দ' নামের সার্থকতা ছিল যাঁর দেহ ও মনে, সেই নির্ভীক কর্মবীর চলে গেলেন নীরবে চিরশান্তির দেশে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ কেদারনাথ, বদ্রীনাথ আশ্রমে সেবার সুযোগ পেয়ে তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ড দেখে অবাক হয়েছি। দিনের পর দিন নানা বাধা-বিঘ্নের সাথে একাই লড়াই করে তিলে তিলে গড়েছিলেন ঐ সব আশ্রম। সেখানকার জয়-পরাজয়ে তিনি অবিচল ছিলেন। কিন্তু জীবন যুদ্ধে হেরে গেলেন নিয়তির কাছে। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত দশটা-এগারটা পর্যন্ত নিজের শয়নকক্ষের পাশে বসে অফিসের কাজকর্ম নিরলসভাবে করেছেন। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটেছেন সঙ্ঘের প্রচার কার্যে, উৎসবে-অনুষ্ঠানে বক্তৃতা এবং শতশত ভক্ত নর-নারীকে দীক্ষা দিতে। শরীর দুর্বল-ক্লান্ত -অবসন্ন হয়েছে, তবুও কোন বাধা তিনি মানতেন না। দুর্গম পাহাড়ে দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করে তিনি অসুস্থ হয়েছেন, তবুও পুনঃপুনঃ উখিমঠ, যোশীমঠ, বদ্রীনাথ গিয়েছেন। অযথা অর্থব্যয় হয় এমন কাজ তিনি পছন্দ করতেন না। পাহাড়ে যাঁরা থাকতেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতেন — শরীর ঠিক থাকলে তবেই কাজ করতে পারবে। তার জন্য প্রতিদিন বেশী শাক-শব্জী, দুধ খাবে। নিয়মিত প্রাণায়াম করবে। দৈনিক সকালে গীতা-সঙ্গীতা অবশ্যই পাঠ করবে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গুরুগতপ্রাণ। শরীর নিতান্ত খারাপ না হলে কোন দিন ভোরের পূজারতিতে অনুপস্থিত থাকতেন না। নিয়মিত অনেক সময় ধরে জপ-ধ্যান ও প্রাণায়াম করতেন। কারো প্রতি রুষ্ট হলে শান্তিস্বরূপ তাকে কোন কাজ দিতেন না কিন্তু তার মানসিক পরিবর্তনের জন্য, ভুল ত্রুটি সংশোধনের জন্য বলতেন ঠিক মত জপ-ধ্যান-পূজাপাঠ কর। তাঁর গুরুভক্তির বলেই অতি শান্তভাবে চলে গেলেন শ্রীগুরুচরণে। ভক্তশিষ্যদের সাথে যখন ফোনে কথা বলতেন তখন প্রথমে এবং শেষে 'আশীর্ব্বাদ - আশীর্ব্বাদ - আশীর্ব্বাদ' এমনভাবে বলতেন, তাতে সকলেই এক বিশেষ আনন্দে পুলকিত হতেন। আজ সেই সমস্ত সহস্র সহস্র ভক্ত-শিষ্য-অনুরাগীকে অশ্রুসাগরে ভাসিয়ে তিনি চলে গেলেন মহাশান্তি, মহামুক্তির অমরলোকে।

প্রণতঃ

স্বামী বিশ্বময়ানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সদ্য প্রয়াত কার্যকরী সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজের চরণে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি—

নিয়তির অমোঘ বিধানে সবাইকেই এই চরাচর জগতে আসতে হয় — নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনের কারণে, আবার চলেও যেতে হয়—। তাঁরই নির্দেশে কর্ম সম্পাদনের উপান্তে — নিজ নিজ কর্মের সুকৃতি অনুযায়ী সাধনোচিত ধামে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের শ্রীচরণে নিবেদিত-প্রাণ স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ দেশের অগণিত ভক্তের শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু ও সকল কর্মের আসরে অভিভাবকরূপে যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের ডালি আহরণ ক'রে রেখেছিলেন—তাঁরই জীবনের সূচনার দিনগুলির কথা জানার আগ্রহ তাঁর সকল ভক্তকুলের। তাঁদের প্রত্যাশা পূরণের স্বার্থেই তাঁর সাজানো ডালি মুক্ত করে আমরা দেখেছি।

মহাপ্রাণ অভয়ানন্দজীর আবির্ভাব হ'য়েছিল ইংরাজী ১৯২৮ সালে রাজসাহী ছাত্রাবাসে কৃষ্ণানন্দজীর অভিভাবকত্বে তাঁর শিক্ষা ও সঙ্ঘজীবনে প্রবেশ।

স্বামী অক্ষয়ানন্দজীর চারণদলের সঙ্গে যুক্ত থেকে গুজরাটে পরে নানান সময়ে কখনও দণ্ডকারণ্যে, কখনও বিহারে, কখনও অরুণাচলে, কখনও নবদ্বীপে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার প্রমাণ র'য়ে গেছে হরিদ্বার, গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ এবং উখিমঠ আশ্রমের প্রতিষ্ঠায়। দুর্গম তীর্থপথে অগণিত যাত্রীদের সহায়তা করার কারণে তিনি প্রচুর মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন ক'রেছেন।

জীবন-সায়াহ্নে পরম করুণাময়ের ডাক হয়ত স্বামীজী শুনতে পেয়েছিলেন। তাই আমাদের সবার ডাকেই সাড়া দেবার জন্য হয়েছিলেন তৎপর। আর তাঁর অভয়বাণী দিয়ে আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছেন সবার মন। বিদায় বেলার আগের দিনগুলি জয় ক'রে রেখেছেন তাঁর গলায় রাখা মালায় গ্রন্থি করে।

তাই আজ তাঁর প্রয়াণ হলেও, সবার হৃদয় শূন্য হলেও, চোখের জলের ধারা বাধা না মানলেও, পরম করুণাময়ের শ্রীচরণে তাঁর চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

মহাবিশ্বের মহাকাশে, অসংখ্য তারকার মাঝে, যেমন ধ্রুবতারা, শুকতারা, সন্ধ্যাতারা বিরাজমান, তেমনই আরও অসংখ্য তারকামণ্ডলীর আসরে আজ অভয়ানন্দজীর মত নতুন তারকা যুক্ত হ'য়ে, তারই মালায় গ্রন্থি দিয়ে ধরে রাখা হৃদয়গুলিকে জানাবেন তাঁর অভয়বাণী — উদয়ের পথে শোন মোর বাণী 'ভয় নাই ওরে ভয় নাই' — তাই আমরাও বলি—

নিঃশেষে প্রাণ যা করিলে দান —
তারও ক্ষয় নাই কভু ক্ষয় নাই।

স্নেহধন্য
শ্রীবৃন্দাবন দাস
১০/৩/১২

Swamiji with Sri Chandra Babu Naidu, Chief Minister of A.P. inaugurating our Patient Home at Hyderabad.

Swamiji during distribution of Relief Materials of Bhuj Earthquake in 2000.

Swamiji with Mr. Jyoti Basu, Chief Minister of W. Bengal during Cyclone Relief in A.P.

Swamiji during inauguration of Hospital at Tatanagar with V. S. Rana, Corporate Relation Manager, Tata Steel in 2010.

Swamiji during inauguration of Kedarnath Ashram with Mr. S. K. Biswas, I.A.S., Commissioner of Garhwal & Mr. Rajat Kumar, D.M. Chamoli on 13-05-2080.

Swamiji with Sri Atal Vehari Bajpaei.